

কবিতায় ব্যঙ্গনা সীমা সেন

পতাকা

পতাকা, কেমন আছ তুমি?
তোমার অন্তরের সবুজ যেন
ধারণ করেছে সমস্ত শ্যামল,
লাল রক্তবর্ণ যেন তোমার
বৃন্তের সমীরণে সেজেছে
বিসর্জনের প্রতিচ্ছবি হয়ে,
মৃদুমন্দে দুলছে তোমার
হাড়িশূন্য কাঠামো।
পতাকা, কেন তুমি ২রা মার্চ
প্রতীকমান হয়েছিলে সবুজের দেশে?
কেন তুমি গড়ে তুললে এ মুক্তি?
এ মুক্তি তো সত্যগ্রহ নয়!
তুমি দেখতে পাও না পথ শিঙার কান্না,
সন্ত্রাসের পসরা, নির্যাতিত নারীর অসহায়ত্ব?
কেন তুমি অবহেলিত?
ওনেছি তুমি শ্যামল, প্রগাঢ়, শান্ত
তবে কেন তুমি আমাদের সংশোধন কর না?
বেরিয়ে আসতে পার না অবহেলা থেকে
জানি তুমি স্বচ্ছ, অনড়, প্রদীপ্ত
একদিন বেরিয়ে পড়বে সর্বত্র
সংশোধন করবে, সংযোজন করবে,
বাংলাকে জাগিয়ে তুলবে
পৃথিবীর দৃশ্যপটে
বারংবার।

শিল্পীর সংগ্রাম

নিদ্রাহীন পিপাসায় মগ্ন আমি,
গত দশ দিন হল ওরা আমায় কিছুই খেতে দেয়নি,
ওরা দরজা, জানালা সব বন্ধ করে রেখেছে।
১৪৪ ধারার চেয়েও উচ্চতর ধারা জারি হয়েছে আমার উপর।
ওরা আমার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করে রেখেছে,
একটু পানি পর্যন্ত রাখেনি পিপাসা মেটাবার জন্যে।
আমি মুক্তির গান গাই,
সাহস আর উদ্যমে ভরিয়ে তুলি মুক্তিযোদ্ধার বুক,
মায়ের দুঃখ ভুলাবার চেষ্টা করি,
আর চেষ্টা করি মানচিত্র গড়ার।
কিন্তু না, ওরা আমায় বন্ধ করে রেখেছে,
কেরোসিন অথবা পেট্রোল প্রজ্বলিত
যেকোন সময় ঝলসে উঠবে আমার দেহ।
না, না—আমি আমার সংকল্পে অনড়
কারণ আমি বাঙালি, হাসিমুখে জীবন দিতে জানি।
তাই এই বন্ধঘরে,
আমার সত্যগ্রহ সংগ্রাম পরিণত হল ভাষে।

সীমা সেন

০১/১১/২০০৭

এরলাঙ্গেন, জার্মানী।